সুকৃতি ফাউন্ডেশন

# শিশু প্রতিবন্ধীদের পাশে রূপম

জি ডি বিড়লা সভাঘরে অনুষ্ঠিত 'বিয়ন্ড বিলিভ'-এর নৃত্যানুষ্ঠান শেষে অনুষ্ঠান সম্পর্কে বক্তব্য রাখছেন রূপম ইসলাম

ছবি: পিন্টু প্রধান

রিপোর্ট ■ স্বর্ণালি দত্ত

জি ডি বিড়লা সভাঘরে উপস্থিত দর্শকরা সাক্ষী হয়ে থাকলেন 'বিয়ন্ড বিলিভ'-এর শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং দারিদ্রসীমার নীচে থাকা শিশুদের অসামান্য নৃত্যানুষ্ঠান। এইসব শিশুর অনুষ্ঠান দেখতে এ দিন সভাঘরে দেখতে পাওয়া গেল দেশ-বিদেশের বিভিন্ন গুণী ব্যক্তিত্বকে। যাঁদের মধ্যে ছিলেন আমেরিকান কনসালটান্ট, থমাস সানন, ডেরেক ওব্রায়েন, রূপম ইসলাম এবং কলকাতা সুকৃতি ফাউন্ডেশন ও দ্য লায়ন ক্লাব ইন্টারন্যাশনালের অধিকর্তা অভিজিৎ দাশগুপ্ত। এ দিন এই সমস্ত শিশু জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সঙ্গীতজ্ঞ রূপম ইসলামের দেখা গানে মাতিয়ে তুলেছিল সমস্ত দর্শককে। তাদেরকে এইরকম একটা অনন্য নৃত্যানুষ্ঠানের জন্য হাতেখড়ি দিয়েছেন কোরিওগ্রাফার সোনিয়া ঘোষাল এবং অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়ের। জিনের কাছে তারা আর কিছুই চাইবে না। কারণ রূপকথার এই জিন তাদেরকে কিছুই দিতে পারেনি। তাদের কারও পা কেটে গিয়েছিল ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টে, কারও আবার হাতটা ছোট থেকেই পোলিও আক্রান্ত। আবার কেউ কেউ আছে, যাদের হাত-পা সব কিছুই আছে, শুধু নেই পায়ে ভাত। অথচ তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে বিভিন্ন ধরনের প্রতিভা। আর এই প্রতিভাগুলোই বিকশিত হয় বিভিন্নভাবে। সুকৃতি ফাউন্ডেশন এবং পৃথিবী বিখ্যাত এনজিও 'দ্য লায়ন ইন্টারন্যাশনাল' একজোট হয়ে কলকাতার এইসব শিশুর মধ্যেকার এই সুপ্ত গুণাবলিকে একটু অন্যভাবে তুলে ধরেছেন সমাজকর্মীর কাছে। এই 'বিয়ন্ড বিলিভ'-এর শারীরিক প্রতিবন্ধীরা সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে উঁচুনিচু জমি, নদী পেরিয়ে পৌঁছে গিয়েছিল পাহাড়ের শীর্ষে। জিতেছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কারও। তবে দেশে এই সমস্ত প্রতিভার কোনও কদর হয়নি। বছরের পর বছর ধরে এইভাবেই তারা অবহেলিত হয়ে রয়েছে। অবশ্য দোষটা দেশেরও নয়। অলিগলিতে এইরকম অনেক অনন্য প্রতিভা ঘুরে বেড়ায় কিংবা রাস্তার পাশে বসে ভোঁকে আর ফান খায়। সমাজের চোখে যারা পঙ্গু কিংবা দরিদ্র বলেই পরিচিত। তার কারণ, আমাদের দেশটা আজও তৃতীয় বিশ্বের দেশ বলেই পরিচিত।

'বিয়ন্ড বিলিভ' সম্পর্কে রূপম বললেন,

"আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে এদের কথা ভাবলে। এত মানসিক শক্তি এরা কোথা থেকে পায়? আমি কেবল ওদের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। ওরা নিজেরাই এগিয়েছে। ওরা হয়তো স্কুলে যায়নি, কিন্তু ওদের মধ্যে কলা ছিল, সঙ্গীত ছিল। আর আজ আপনারা তারই একটি ছোট্ট উদাহরণ দেখলেন।"